بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩০মে, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় খিলাফত দিবসের প্রেক্ষাপটে আহমদীয়া জামা'তে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, খিলাফতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সীমাহীন আশিস ও সমর্থন এবং এথেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে আমাদের করণীয় বিষয়াদি তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) **সূরা নূরের ৫৪-৫৭ নাম্বার** আয়াত পাঠ করেন। এরপর বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আহমদীয়া জামা'তের মাঝে ১১৭ বছর পূর্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯০৮ সালে আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড়ো অনুগ্রহ হলো, আমরা এরূপ এক ব্যবস্থাপনার অংশ যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর এমন এক যুগ আসবে যা ইসলামের পুনঃর্জাগরণের যুগ হবে আর সে যুগেই খিলাফত ব্যবস্থাপনার সূচনা হবে। এ সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **'তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন তা আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। এটি ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর স্বৈরাচারমূলক সাম্রাজ্য কায়েম হবে এবং এটি ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তাও উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।'**
(মুসনাদ আহমদ-বাইহাকী, মিশকাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬১)

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, খুতবার শুরুতে আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি তা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন, তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের মাঝে পূববর্তীদের মতো আমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবো। ইসলামের প্রথম যুগে ত্রিশ বছর পর্যন্ত খিলাফত ছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি তো কেবলমাত্র ত্রিশ বছরের জন্য ছিল না, বরং স্থায়ীভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ছিল। অতএব, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পর খিলাফতের নবযুগের সূচনা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকায় খিলাফত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখেছেন, **'মোটকথা তিনি দু'ধরনের 'কুদরতের' (বা ক্ষমতার) স্বরূপ প্রকাশ করে থাকেন। প্রথমত, স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে তিনি নিজ ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, এমন এক সময়ে, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলি দেখা দেয় আর শত্রুপক্ষ মাথাচাড়া দেয় আর মনে করে এবার (নবীর) সকল কর্মকাণ্ড ভেস্তে যাবে আর এ জামা'ত এখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে তারা নিশ্চিত হয়ে যায়। জামা'তের সদস্যরাও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে আর কিছু সংখ্যক হতভাগা মুরতাদ হবার পথ বেছে নেয়। খোদা তা'লা তখন দ্বিতীয়বার নিজের মহাকুদরত বা ক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। অতএব, যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে, তারা খোদা তা'লার এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। যেমনটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র সময় হয়েছিল, যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে এক**

প্রকার অকাল-মৃত্যু বলে মনে করা হয়েছিল আর বহু অজ্ঞ মরূবাসী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবীগণও শোকে পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দাঁড় করিয়ে পুনরায় নিজ ক্ষমতার স্বরূপ প্রদর্শন করেন। এভাবে তিনি বিলুপ্তপ্রায় ইসলামকে রক্ষা করেন এবং তিনি وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করে দেখান। অর্থাৎ, ভয়-ভীতির পর আমরা তাদেরকে আবার দৃঢ়তা দান করব (সূরা আন্ নূরঃ ৫৬)।... অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান হলো, খোদা তা'লা দু'ধরনের ক্ষমতার স্বরূপপ্রকাশ করেন— যাতে বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি বৃথা আস্ফালনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। তাই, খোদা তা'লার পক্ষে এখন তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করা অসম্ভব। কাজেই, তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ো না আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত (তাঁর অপার ক্ষমতার দ্বিতীয় বিকাশ) দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, তা স্থায়ী যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমার চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'কে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেভাবে 'বারাহীনে আহমদীয়ায়' খোদার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত, আমার নিজের সম্বন্ধে নয়। খোদা তা'লা বলেছেন, میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دونگا (অর্থাৎ 'তোমার অনুসারী এ জামা'তকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিব'—অনুবাদক।] অতএব, তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের খোদা অঙ্গীকার পূর্ণকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এর সবই তিনি তোমাদের পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও এটি পৃথিবীর শেষ যুগ আর বহু বিপদাপদ আপতিত হবারও যুগ, তথাপি খোদা যেসব বিষয় পূর্ণ হবার আগাম সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগৎ টিকে থাকতে বাধ্য। আমি খোদার পক্ষ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি বরং আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।...অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো।প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয়, যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদের খোদা কতো মহাপরাক্রমশালী তাও তোমাদেরকে দেখানো হয়।'

এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন জামা'ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং কুদরতে সানীয়ার জন্য সব দেশ একত্রিত হয়ে দোয়া করতে থাকবে; অথচ যে সময় তিনি (আ.) এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন তখন এ উপমহাদেশ বা দু'একটি দেশে কেবল আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর এখন আপনারা এর সত্যতা প্রত্যক্ষ করছেন। অতএব, আমাদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে এবং খিলাফতকে অটুট রাখতে সব ধরনের কুরবানী করে যেতে হবে।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেকে ধারণা করে, আহমদীয়া জামা'তের খিলাফত রাজতন্ত্ররূপী খিলাফতে পরিণত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, **আহমদীয়া জামা'তের খিলাফত আধ্যাত্মিক খিলাফতই থাকবে আর এটি কখনো রাজতন্ত্ররূপী খিলাফতে পরিণত হবে না।** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, **যতদিন পর্যন্ত জামা'ত আধ্যাত্মিকতা ও তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের মাঝে জাগতিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। যুগ খলীফা রাতে উঠে জামা'তের আপামর সদস্যের কল্যাণের জন্য নামাযে দোয়া করে থাকেন, এমন কোনো বাদশাহ্ আছে কি যে এরূপ করে?** যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **খিলাফতের নিয়ামত তারা লাভ করবে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে।** অতএব, যে পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করবে সে এ প্রতিশ্রুতি থেকে অংশ লাভ করবে। যদি এমনটি না করে তাহলে সে জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হবে না। মুসলমানদের ইতিহাস দেখুন! মুসলমানদের মাঝে প্রকৃত খিলাফত তথা খোলাফায়ে রাশেদীন ততদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল যতদিন তারা আনুগত্যের জোয়াল কাঁধে বহন করেছে। এরপর যখন তারা আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেছে ঐশী খিলাফত থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

প্রত্যেক আহমদীর জন্য খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং খিলাফতের নির্দেশের ওপর আমল করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক। এরূপ করলে তখনই সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবে।প্রত্যেক খিলাফতের সাথেই আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন ছিল ও আছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র যুগে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র যুগে চরম বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সমর্থন তাঁর পক্ষে ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র যুগেও আমরা দেখেছি যে, কীভাবে লোকেরা তাঁদের হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে! একই বিষয় পঞ্চম খলীফার যুগেও পরিলক্ষিত হয়েছে। এটি ঠিক যে, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে আহমদীদের ওপর চরম অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকেরা ধৈর্যধারণ করছে, আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং জামা'ত ক্রমশ উন্নতি করছে। ১৯৮৪ সালে খিলাফতকে পাকিস্তান থেকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন সারা পৃথিবীতে খিলাফতের আশিস বর্ষিত হচ্ছে। শত্রুরা সীমাহীন অত্যাচার করে যাচ্ছে, বিশেষভাবে ২০১০ সালের পর বিরোধীরা সীমালংঘন করে যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা লোকদের ঈমানে দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সদস্য নিজেদের ঈমানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'লা জাগতিকভাবেও তাদেরকে অনেক উন্নতি দান করছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, এখন পৃথিবীর ২১৩-১৪টি দেশে আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা দেখছি, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরা কীভাবে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। দূর দূরান্তের দেশ, এমনকি আফ্রিকার লোকেরা জামা'তের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঈমানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। বুরকিনা ফাঁসোর ৮-৯জন আহমদী শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন, এরপরও তাদের বংশধররা খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে যাচ্ছেন এবং বলছেন, **আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে আমাদের অগ্রজ শহীদরা ঈমান রাখতেন।**

হুযূর (আই.) বলেন, **যাদেরকে অনেক সময় আমরা অজ্ঞ মনে করি, কিন্তু এই হলো তাদের ঈমানী শক্তি, খিলাফতের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা, আবেগ এবং সীমাহীন উন্মাদনা**।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা নূরের আয়াতগুলোতে আরো বলেন, **তারা ঈমান আনয়নকারী হবে এবং শির্ক থেকে মুক্ত থাকবে**। যদি আমাদের মাঝে আমিত্ব ও অহংকার থাকে তাহলে এর অর্থ হলো, আমাদের মাঝে শির্কের সংমিশ্রণ আছে। এথেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, **তারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হবে;** এমনটি হলে আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খিলাফতের যে মহান পুরষ্কারে ভূষিত করেছেন এ কল্যাণ অব্যাহত রাখতে হলে আমাদেরকে পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হতে হবে। ইবাদতের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নামায প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। অতএব, প্রত্যেক আহমদী, যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চায় তাদের এটি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, আমরা যেন আমাদের নামায প্রতিষ্ঠার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হই।

হুযূর (আই.) খুতবার শেষের দিকে এসে বলেন, পৃথিবীর অনেক স্থানে জামা'তের কঠোর বিরোধিতাও হচ্ছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তানের আহমদীরা, ফিলিস্তিনে আহমদীসহ অন্যান্য মুসলমানরা নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, **প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবে** -আজ আমরা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করছি। যদি দুষ্কৃতিকারীদের সংশোধন না হয় তাহলে বিরাট ধ্বংসাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হবে। তাই আমাদের নিজেদেরকে রক্ষার চেষ্টা করতে হবে এবং পাশাপাশি বিশ্ববাসীকে রক্ষা করা, তাদের আল্লাহ্ তা'লার পানে ধাবিত করাও আমাদের দায়িত্ব। অতএব, খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে নিবিড় ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার মাঝেই আমাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। আহমদীয়া খিলাফতকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেকে যেন সব ধরনের কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকি এবং যে অঙ্গীকার আমরা করি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তা পূর্ণ করার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সংশোধন করুন এবং অ-আহমদীদের কাছে খোদার বাণী পৌঁছানোর তৌফিক দিন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত ফযলে উমর হাসপাতালের এডমিন **ডাক্তার কর্ণেল পীর মুহাম্মদ মুনীর সাহেব** এবং কানাডা প্রবাসী **সেলিমা জাহেদ সাহেবার** স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)